গৌতম বুদ্ধের জীবন কথা (The life story of Gautama Buddha) ঃ বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা গৌতম বুদ্ধের জীবনী সম্পর্কে কোন সমসাময়িক ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায় নি। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র সুত্তনিপাত হতে আমরা তাঁর জন্ম সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে পারি। বুদ্ধের মৃত্যুর পরে রচিত সিংহলী গ্রন্থ মহাবংশ ও দীপবংশ হতে এ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। জাতকেও কিছু তথ্য ছড়িয়ে আছে। পরবর্তীকালের রচনা ললিতবিস্তার হতেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু এই উপাদানগুলি হতে বুদ্ধ সম্পর্কে পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় নি। সুতরাং কিছুটা প্রামাণ্য তথ্য, কিছুটা জনশ্রুতি দ্বারা বুদ্ধের জীবনী রচনা করা যায়। এমন কি গৌতম বুদ্ধের যে ধ্যানমূর্তি দেখা যায় তা বুদ্ধের আসল মূর্তি নয় বলে অনেকে মনে করেন। পরবর্তীকালে এই মূর্তি কাল্পনিকভাবে তৈরি করা হয়।। বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলাবস্তুর লুম্বিনীর শালকুঞ্জে মৌর্য সম্রাট অশোক ২৫০ খ্রীঃ পূঃ এক স্তম্ভলিপি স্থাপন করেন। এই স্তম্ভকে লুম্বিনীতে বুদ্ধের জন্ম সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ বলে গণ্য করা হয়। বুদ্ধের জন্ম তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে।

বুদ্ধের প্রামাণ্য জীবনীর অভাব

উত্তরপ্রদেশের সন্নিকটে নেপালের তরাই অঞ্চলের কপিলাবস্তু রাজ্যে লুম্বিনী গ্রামে ৫৬৫ খ্রীঃ পূঃ (জন্ম সম্পর্কে মতভেদ আছে) গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়। গৌতমের পিতা ছিলেন শাক্য জাতির গোষ্ঠী নেতা শুদ্ধোদন এবং মাতা মায়া দেবী। গৌতমের পিতা ছিলেন ক্ষত্রিয়। বাল্যকালে গৌতম মাতৃহারা হন এবং তাঁর মাসী প্রজাপতি গৌতমীর দ্বারা লালিত-পালিত হন। গৌতমকে অস্ত্র ও শাস্ত্র উভয় শিক্ষা শুদ্ধোদন দেন। তাঁর ষোল বছর বয়স হলে তিনি গৌতমকে গোপা নামে এক সুন্দরী কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেন। শুদ্ধোদন তাঁকে প্রভূত বিলাস-ব্যসনের মধ্যে রাখেন। কিন্তু গৌতমের মনে শান্তি ছিল না। কারণ মানব জীবনের দুঃখ, জরা ও মৃত্যু তাঁর মনে আলোড়ন তুলে। এই সময় তিনি চারটি দৃশ্য দেখেন, যথা—এক জরাগ্রস্থ বৃদ্ধ, এক ব্যধিগ্রস্থ লোক, একটি মৃতদেহ এবং এক অনিন্দিত প্রাণ সন্ন্যাসীকে দেখেন। এর পরেই তাঁর মনে সংসার জীবনের দুঃখের দিকগুলি তাঁর কাছে প্রকটিত হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ২৯ বছর বয়সে তাঁর এক পুত্র জন্মলাভ করে। এই পুত্রের নাম ছিল রাহুল। গৌতম বুঝতে পারেন যে, তিনি ক্রমশঃ সংসার ও মায়ার জালে জড়িয়ে পড়ছেন। পরমার্থ ও প্রকৃত মুক্তির পথ তিনি এর ফলে হারিয়ে ফেলবেন। এজন্যে তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস ব্রত নেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণকে বলা হয় "মহাবিনিস্ক্রমণ"।

গৌতমের প্রথম জীবন

Scanned with CamScanner

সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করার পর গৌতম আরাদ কালামা বা অর্ধ-কালাম বা অর্ধ কলম নামে এক সাধক সন্ন্যাসীর কাছে সাংখ্যযোগ, ধ্যান ও তপস্যার বিদ্যা আয়ত্ব করেন। তিনি পাঁচ সন্ন্যাসী সঙ্গীসহ উপবাস ও ধ্যান, কৃচ্ছ্রসাধন করতে থাকেন। তাঁর শরীর এতে শীর্ণ হয়ে যায়। একদিন তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন। এর পর গৌতম বুঝতে পারেন যে, এ পথে মুক্তি পাওয়া যাবে না। তিনি কৃচ্ছ্রসাধনের পথ ত্যাগ করেন। সুজাতা নামে এক গোপকন্যা তাঁকে কিছু পায়েস দিলে তিনি তা খেয়ে পুনরায় উরুবিল্ব নামে একস্থানে একটি অশ্বত্থ গাছের (হিন্দী পিপল গাছ) নীচে সাধনায় বসেন।

সন্ন্যাস জীবন ও যোগ সাধনা

গৌতম প্রতিজ্ঞা নেন যে, যতদিন না তিনি তাঁর প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন ততদিন তিনি তাঁর আসন ত্যাগ করবেন না। এই আসনেই তাঁর শরীর শেষ হবে (ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং)। এই অবস্থায় প্রায় এক মাসের বেশী (মতান্তরে ৪৯ দিন) তিনি কাটান। অবশেষে তিনি তাঁর প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান। দিব্যজ্ঞান বা বোধিলাভ করে তিনি বুদ্ধ বলে পরিচিত হন। দিব্যজ্ঞান পাওয়ার পরে তিনি আরও কিছু সময় সেই অশত্থ গাছ বা বোধি বৃক্ষের নীচে কাটান। এ সময় তাঁর এই দর্শনকে তিনি জন সমক্ষে প্রচার করবেন কিনা এ বিষয়ে তিনি চিন্তা করেন।

গৌতমের সিদ্ধিলাভ : বোধি দর্শন

বারাণসীর কাছে সারনাথে গৌতম তাঁর ভূতপূর্ব পাঁচ সঙ্গীর নিকট তাঁর ধর্মমত প্রথম প্রচার করেন। এই ঘটনাকে "ধর্মচক্র প্রবর্তন" বলা হয়। এর পর প্রায় ৪৫ বছর ধরে বুদ্ধ নানাস্থানে তাঁর ধর্ম প্রচার করেন। তিনি বারাণসী, রাজগৃহ প্রভৃতি স্থানে বহু লোককে তাঁর ধর্মমতে দীক্ষা দেন। মগধের রাজা বিম্বিসার তাঁর শিষ্যত্ব নেন। সারিপুত্ত ও মৌদগল্যায়ন নামে দুই ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব নেন। এরা তাঁর প্রধান শিষ্যদের অন্যতম হন। যদিও বুদ্ধের ধর্মমত প্রধানতঃ মগধে প্রচারিত হয় কিন্তু উত্তরপ্রদেশের কোশলদেশেই তাঁর ধর্মের পূর্ণ বিকাশ হয়। কোশলদেশে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের ভিত্তি বেশ দৃঢ় ছিল। গৌতম বুদ্ধ প্রায় ২১ বছর কোশলদেশে ধর্ম প্রচার করেন। তিনি কোশলের জেতবন নামে এক উদ্যানের এক কুটিরে বাস করতেন। পরে এটি একটি বিহারে পরিণত হয়। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তাঁর বাণী ভক্তিবিনম্র চিত্তে শুনতেন। প্রসেনজিতের রাণী মল্লিকা ছিলেন বুদ্ধের শিষ্যা।

সারনাথে ধর্মচক্র প্রবর্তন : বুদ্ধের ধর্মপ্রচার

বুদ্ধ ধনী শ্রেষ্ঠীদের উপসম্পদা বা তাঁর বোধি জ্ঞানের আলো দিলেও সমাজের দরিদ্র পতিতদেরও তিনি তাঁর করুণা থেকে বঞ্চিত করেননি। পণ্যারঙ্গিনী আম্রপালী বা অম্বাপালী বুদ্ধের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। চণ্ডাল ও কুকুর ভক্ষণকারীদেরও তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। এদের মধ্যে কয়েকজন পরে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। বুদ্ধ বছরে ৮ মাস নানাস্থানে ভ্রমণ করে তাঁর ধর্মপ্রচার করতেন। বর্ষার ৪ মাস তিনি কোন একস্থানে স্থায়ীভাবে বাস করতেন। তাঁর প্রচারের ভাষা ছিল প্রাকৃত বা অর্ধমাগধী ভাষা। এ ভাষা ছিল জনগণের মুখের ভাষা। তিনি নারীদেরও তাঁর সঙ্গে স্থান দেন। তাঁর পালিকা মাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অনুরোধে তিনি ভিক্ষুনী সঙ্ঘ গঠন করেন। তাঁর সঙ্ঘ ছিল খুবই গণতান্ত্রিক।

সর্বসাধারণের জন্য বুদ্ধের অবদান

মগধ, বিদেহ ও কোশল রাজ্যে বুদ্ধের প্রভাব ছিল সমধিক। মল্ল ও বৎস্য রাজ্যে তাঁর প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম ছিল। তিনি অবন্তী রাজ্যে যেতে রাজী হন নি। ৮০ বছরে বয়সে কুশীনগরে আনুমানিক ৪৮৭ খ্রীঃ পূঃ বা ৪৮৬ খ্রীঃ পূঃ তিনি দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগের প্রাক্কালে বুদ্ধ তাঁর প্রধান শিষ্য আনন্দকে বলেন, "সকল দেহের ক্ষয় হয়, জন্মের সহিত মৃত্যু অনিবার্য; সুতরাং এই চক্র থেকে মুক্তির জন্যে নিরন্তর চেষ্টা চালাও।"

বুদ্ধের দেহত্যাগ

Scanned with CamScanner

বুদ্ধের মৃত্যুর তারিখ (Date of Buddha's death) : বুদ্ধের মৃত্যুকে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে মহাপরিনির্বাণ বলা হয়। বৌদ্ধ শাস্ত্রে নির্বাণ বলতে পুনর্জন্মের হাত থেকে মুক্তি বুঝায়। বুদ্ধ ঠিক কোন খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন এ নিয়ে বৌদ্ধশাস্ত্রগুলিতে বিভিন্ন মত দেখা যায়। সিংহলীয় গ্রন্থ মহাবংশ ও দীপবংশে বলা হয়েছে যে, মহাপরিনির্বাণ বা বুদ্ধের দেহত্যাগ ৫৪৪ খ্রীঃ পূঃ ঘটে। বুদ্ধ ৮০ বছর জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়। যদি ৫৪৪ খ্রীঃ পূঃ তাঁর দেহত্যাগের তারিখ ধরা হয় তাহলে ৫৪৪+৮০=৬২৪ খ্রীঃ পূঃ-কে বুদ্ধের জন্ম সন বলে ধরতে হয়। কিন্তু নানা সূত্র থেকে জানা যায় যে, বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল ৫৬৭ খ্রীঃ পূঃ। সুতরাং সিংহলীয় তারিখের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে।

সিংহলীয় মত : ৫৪৪ খ্রীঃ পূঃ

সিংহলীয় কাহিনীর আর এক অসঙ্গতি হল এই যে—এতে বলা হয়েছে বুদ্ধের মৃত্যুর ২১৮ বছর পরে অশোক সিংহাসনে বসেন। তাহলে ৫৪৪ খ্রীঃ পূঃ—২১৮=৩২৬ খ্রীঃ পূঃ-তে অশোক সিংহাসনে বসেন বলা যায়। গ্রীক ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, আলেকজাণ্ডার ৩২৬ খ্রীঃ পূঃ-তে ভারত আক্রমণ করেন। তারপর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ৩২৩ খ্রীঃ পূঃ মগধের সিংহাসনে বসেন। সিংহলী মতে হিসাব করলে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের তারিখ ও অশোকের সিংহাসনে বসার তারিখ এক বছরেই পড়ে, যা অসম্ভব। তাছাড়া অশোকের অভিষেকের তারিখ ২৬৯ খ্রীঃ পূঃ বলে বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে জানা যায়। সুতরাং এই সকল অসঙ্গতির জন্যে বুদ্ধের মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে সিংহলীয় প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয় বলে অনেকে মনে করেন।

সিংহলী মতের অসঙ্গতি

বুদ্ধের পরিনির্বাণের কাল নির্ণয়ের জন্যে চীনের ক্যান্টনে একটি দিনপঞ্জী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এতে বুদ্ধের দেহত্যাগের পর থেকে প্রতি বছর একটি করে ফোঁটা দেওয়া হত; বুদ্ধের মৃত্যুর পর মোট কত বছর হল তা জানবার জন্যে। ক্যান্টনীয় দিনপঞ্জী অনুসারে বুদ্ধের দেহত্যাগের তারিখ ছিল ৪৮৬ খ্রীঃ পূঃ। ক্যান্টনীয় মত আর একটি সূত্র দ্বারা সমর্থিত হয়। পণ্ডিতেরা বলেন যে, সিংহলীয় মতে বলা আছে যে, বুদ্ধের মৃত্যুর ২১৮ বছর পরে অশোকের অভিষেক হয়। এখন আমরা জানি অশোকের অভিষেকের সময় ছিল ২৬৯ খ্রীঃ পূঃ। সুতরাং ২৬৯+২১৮=৪৮৭ খ্রীঃ পূঃ ছিল বুদ্ধের দেহত্যাগের কাল। এই হিসেবটি চীনা দিনপঞ্জীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এক বছরের গণ্ডগোল ধরা উচিত নয়। সুতরাং পণ্ডিতেরা বলেন যে, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের কাল ৪৮৬ খ্রীঃ পূঃ বলেই গণ্য করা উচিত। ডঃ বরুয়া ও এগারমন্ট নামে দুই গবেষক ৪৮৬ খ্রীঃ পূঃ কেই বুদ্ধের মহাপরিনির্মাণের তারিখ বলে সনাক্ত করেছেন। বুদ্ধ ৮০ বছর জীবিত ছিলেন বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়। কাজেই ৪৮৬+৮০=৫৬৬ খ্রীঃ পূঃ ছিল বুদ্ধের জন্ম সন।

ক্যান্টনীয় দিনপঞ্জীর মত : ৪৮৬ খ্রীঃ পূঃ

বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি (The Principles of Buddhism) : গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মমত বা আদি বৌদ্ধধর্মের কথা বৌদ্ধ পিটকে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ পিটক হল তিনটি। এজন্যে এর নাম হল ত্রিপিটক, যথা, বিনয় পিটক; সূত্র বা সুত্তপিটক; এবং অভিধর্ম পিটক। শেষের দুইটি পিটকে যথাক্রমে বৌদ্ধধর্মের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, বুদ্ধের শিষ্যদের নিজস্ব কিছু মতামত বুদ্ধের নামে সুত্তপিটকে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন এগুলিকে স্বতন্ত্র করা খুব কষ্টকর।[১] যাই হোক, পিটক গ্রন্থে বুদ্ধের মূল বাণীগুলির বেশীর ভাগ রক্ষিত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

ত্রিপিটক

Scanned with CamScanner

বৌদ্ধ মহাপরিনির্বাণসূত্র থেকে জানা যায় যে বোধিলাভের পর বুদ্ধ বৈশালীতে সর্বপ্রথম তাঁর ধর্মতত্ত্ব প্রচার করেন। বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের জীবনকে দুঃখের হাত থেকে মুক্ত করা। বুদ্ধ মনে করতেন যে, মানুষের মৃত্যুর পর তার আত্মা পুনরায় নতুন দেহে জন্মলাভ করে। নতুন জন্মলাভ করলেও, তাকে গত জন্মের কর্মফল ভোগ করতে হয়। জন্মগ্রহণ করলেই মানুষকে কর্ম করতে হয় এবং কর্মের ফল মানুষকে ভোগ করতে হয়। কর্ম থেকে আসে আসক্তি ও তৃষ্ণা এবং তার থেকে আসে দুঃখ। মানুষ নিরন্তর বিভিন্ন জন্মে কর্ম করছে; আর তাঁর কর্মের ফল হিসেবে দুঃখ ভোগ করছে। সুতরাং যদি তার পুনরায় জন্মগ্রহণকে রদ করা সম্ভব হয় তবে মানুষ দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাবে। তার আত্মা নির্বাণ লাভ করে।

পুনর্জন্ম ও কর্মফলবাদ

বুদ্ধ এই প্রত্যয়ে স্থির হন যে, কর্মফল ও জন্মান্তর হল ধ্রুব। কর্মফল এবং তার পরিণাম মানুষের দুঃখ সম্পর্কে বুদ্ধ চারটি সত্য বা আর্যসত্য উপলব্ধি করেন। এই চারটি আর্যসত্য হল ঃ—(১) মানুষের জীবনে দুঃখ আছে; মানুষের জন্মই তার দুঃখের কারণ। মনুষ্য জন্মগ্রহণের জন্যেই মানুষকে রোগ, জরা, অপ্রিয় বস্তু বা ব্যক্তির সংসর্গ ভোগ এবং অভীষ্ট বস্তু লাভে বাধা পেয়ে দুঃখভোগ করতে হয়। (২) মানুষের জীবনে দুঃখের কারণও আছে। জীবনে দুঃখের কারণ হল তার কামনা, বাসনা, আসঙ্গলিপ্সা, তৃষ্ণা, আসক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রবৃত্তি। এই দ্বিতীয় সত্য হল দুঃখের কারণ। (৩) মানুষের কামনা, বাসনা। আসক্তি নিরোধের উপায় আছে। দুঃখ নিরোধের উপায় হল তৃতীয় সত্য। (৪) দুঃখ নিরোধের জন্যে সঠিক মার্গ বা পথ অনুসরণ করতে হবে। এই চার সত্যকে বুদ্ধ আর্যসত্য বলেন। (The theory of causation).

আর্যসত্য

বুদ্ধের মতে তাঁর ধর্মমতের মূল হল এই চারটি আর্যসত্য। মানবজীবনকে দুঃখ ছেয়ে রেখেছে। এই তত্ত্বের উপলব্ধি হলে তবেই এই দুঃখ থেকে মানুষ মুক্তির কথা ভাববে। এই আর্যসত্যকে উপলব্ধি করার জন্যে প্রকৃত দৃষ্টি বা দেখার চোখ থাকা চাই (সংদৃষ্টিকা)। এই উপলব্ধি বা সংদৃষ্টি থেকে উচ্চতর উপলব্ধির ফলে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণের জন্যে বার্ধক্য, আত্মীয় বিয়োগ, দারিদ্র, আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যের অপ্রাপ্তি প্রভৃতি দুঃখ মানুষকে অভিভূত করে।

বিখ্যাত গবেষক ধর্মানন্দ কোশাম্বী আর্যসত্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে ধনী, দরিদ্র, ক্ষমতাবান ও দুর্বল সকলেই দুঃখের অধীন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ দুঃখ দূর করার চেষ্টা করে। যারা হিংস্র প্রকৃতির বা বুদ্ধিমান তারা অপরের ক্ষতি করে নিজেকে সুখী করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। এভাবেই লোকে দুঃখ থেকে পরিত্রাণের ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। মানব জীবনের বিভিন্ন দুঃখ থেকে পরিত্রাণের জন্যে বুদ্ধ এক সম্পূর্ণ নতুন পথ দেখান। তিনি বলেন যে, দুঃখের প্রকৃত কারণ হচ্ছে মানুষের আসক্তি বা তৃষ্ণা। আসক্তি যতদিন থাকবে ততদিন দুঃখ-ভোগ অনিবার্য। আসক্তির বিনাশ হলে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ হবে। এই হল আর্যসত্য। আসক্তির বিনাশের জন্যে বুদ্ধ অষ্টাঙ্গিকা মার্গ বা অষ্টপথের কথা বলেছেন।

কোশাম্বীর অভিমত

যে অষ্টপথ বা মার্গের (অষ্টাঙ্গিকা মার্গ) কথা বুদ্ধ বলেছেন তা হল ঃ—(১) সৎবাক্য; (২) সৎকার্য; (৩) সৎজীবন বা সৎজীবিকা; (৪) সৎচেষ্টা; (৫) সৎচিন্তা; (৬) সৎ-চেতনা; (৭) সৎ-সঙ্কল্প বা সৎপ্রতিজ্ঞা; (৮) সৎদর্শন বা সম্যক সমাধি। বুদ্ধ বলেন যে, প্রথম তিনটি মার্গ পালন করলে সৎ-শীল বা শুদ্ধশীল হওয়া যাবে। শীল বলতে নৈতিক শুদ্ধতা বুঝায়। দ্বিতীয় তিনটি মার্গ পালন করলে সমাধি অর্থাৎ চিত্তের প্রশান্তি আসবে; কামনা-বাসনা দূর হবে। শেষের দুটি মার্গ পালন করলে উদিত হবে

অষ্টাঙ্গিকা মার্গ

Scanned with CamScanner

প্রজ্ঞা অর্থাৎ পরম জ্ঞান। প্রজ্ঞা বা পরম জ্ঞান উদিত হলে আপনা থেকেই আসবে আসক্তিহীনতা, অহিংসা। তাহলে মুক্তিলাভ সহজতর হবে।[১]

ধর্মানন্দ কোশাম্বী অষ্টাঙ্গিকা মার্গের সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। (১) সৎ-বাক্য বলতে মিথ্যা কথা না বলা, যাতে সমাজের ও অপরের অকল্যাণ হয় এমন কথা না বলা বুঝায়। মিথ্যা কথা বা পরনিন্দা করলে সমাজ সংগঠনের ক্ষতি হয়। (২) সৎকার্য বলতে চুরি, হত্যা থেকে বিরত থাকা বুঝায়। সৎকার্য বলতে অহিংসাকে কায়মনোবাক্যে পালন করা বুঝায়। অহিংসা পালন না করলে ক্ষতি হবে বলে বুদ্ধ বিশ্বাস করতেন। সম্যক কর্ম অর্থাৎ সমাজের কল্যাণকর কাজ করা হল সৎকর্ম বা সৎকার্য। (৩) সৎ-জীবিকা বা সৎ-জীবন বলতে সমাজের অনিষ্ট না করে নিজের জীবিকা অর্জন করা বুঝায়। পশু হত্যা না করা, মাংসের ব্যবসা না করা, মদ্য বিক্রয় না করাও সৎ-জীবিকার অঙ্গ। (৪) বুদ্ধ বলেছেন সমাজে প্রতি ব্যক্তি যদি নিজ ঐশ্বর্য বাড়াবার চেষ্টা করে তাহলে সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এজন্যে অপরের প্রতি সৎভাব রেখে নিজ উন্নতির চেষ্টাকেই তিনি সৎ চেষ্টা বলেছেন। (৫) অপরের ক্ষতি না করে নিজ উন্নতির সঙ্কল্পকে তিনি সৎ সঙ্কল্প বলেছেন। (৬) সৎ চিন্তা বলতে তিনি মন থেকে কুচিন্তা দূর করা এবং সুচিন্তাকে গ্রহণ করা বলেছেন। (৭) সৎ-চেতনার অর্থ হল মানুষের দেহে ও মনে বহু অপরিচ্ছন্ন ও অপবিত্র দিক আছে। তা থেকে মুক্ত থাকার ইচ্ছা হল সৎ চেতনা। (৮) সৎ-দর্শন বা সম্যক সমাধি হল সত্য, প্রেম, অহিংসার সঙ্গে সকল কিছুকে দর্শন বা ধ্যান করা। মানুষের অপরিমিত লোভ ও বাসনা পৃথিবীকে ও জীবনকে দুঃখ-কষ্টে পূর্ণ করেছে। এই বাসনার নিবৃত্তি হল শান্তির পথ। এই নিবৃত্তির জন্যে দরকার প্রেম, অহিংসা ও সত্যের উপলব্ধি। একেই তিনি সৎ-দর্শন বলেছেন।

কোশাম্বীর ব্যাখ্যা

বুদ্ধ মঝ্ঝিম পন্থা বা মধ্য পন্থার ওপর বিশেষ জোর দিতেন। তিনি তাঁর শিষ্য সারিপুত্তকে মঝ্ঝিম পন্থা বুঝাবার সময় বলেন যে, "দুই অন্তের মাঝের পথই হল মধ্যম মার্গ বা মধ্যপথ।" একটি অন্ত হল অত্যধিক ভোগ, বিষয়-আশয়ের প্রতি আসক্তি; অপর অন্ত হল অত্যধিক কৃচ্ছ্রসাধন ও দেহকে ক্লেশ দান করা। এই দুই অন্ত ত্যাগ করে অত্যধিক ভোগ-বাসনা, অংসযম এবং অত্যধিক কৃচ্ছ্রসাধন না করে মাঝামাঝি পথ অনুসরণ করাকেই তিনি মঝ্ঝিম পন্থা বলেছেন। বুদ্ধ অহিংসাকে কায়মনোবাক্যে পালনের আহ্বান জানান। সমাজে ও ব্যক্তি জীবনে শান্তি ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা একমাত্র অহিংসার দ্বারাই সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন।

মধ্যপন্থা; অহিংসা

বুদ্ধ মনে করতেন যে, তাঁর ধর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল দুঃখ ভোগ থেকে মানুষের মুক্তি লাভের পথ নির্দেশ করা। বুদ্ধ বলেছেন যে, "সমুদ্র জলের যেমন মাত্র একটিই স্বাদ, তা হল লবণের স্বাদ, তাঁর ধর্মের একটিই লক্ষ্য—তা হল দুঃখের হাত থেকে মানুষের মুক্তি।" অষ্টমার্গ অনুসরণ করে এবং শুদ্ধ শীল, শুদ্ধ চিত্ত দ্বারা মানুষ প্রজ্ঞা লাভ করতে পারে। প্রজ্ঞা থেকে আসবে নির্বাণ। নির্বাণ হল অনন্ত ও মুক্তি। জন্ম থেকে জন্মান্তরে মানুষ যে কর্মফলের ভার বয়ে বেড়ায় তার থেকে আত্মার মুক্তি হল নির্বাণ। জন্ম হল দুঃখের কারণ। নির্বাণ লাভ করলে আর পুনর্জন্ম হবে না। নির্বাণ হল পুনর্জন্মের আকাঙ্খার নিবৃত্তি। উপনিষদে যাকে যোগক্ষেমা বলা হয় মানুষ তা লাভ করে মহত্তর হবে। নির্বাণ লাভ করলে আর মানুষকে দুঃখ স্পর্শ করতে পারে না।

নির্বাণ

Scanned with CamScanner